রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৬ সনের ৪৪ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ৩, ২০১৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৫৯—৮৮১	৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৪৯
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২৪৭—১৩১৭	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
		(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
		(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৪১—২৫২	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩৫৭—১৩৮০	(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১ আগস্ট ২০১৬

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০৩২.১৬-৪৭৯—বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন আদেশ, ১৯৭৩ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭৩ সালের ৭ নং আদেশ) এর ৭(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর সাবেক সদস্য জনাব ভবেশ চন্দ্র পোদ্দার, অতিরিক্ত সচিব এর স্থলে রাজউকের বর্তমান সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব আকতার-উজ-জামান, যুগ্মসচিব-কে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০৩২.১৬-৪৮০—বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন আদেশ, ১৯৭৩ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭৩ সালের ৭ নং আদেশ) এর ৭(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের সদস্য (ভারপ্রাপ্ত সচিব) জনাব মোঃ জিল্লার রহমান এর স্থলে জনাব শামস্ আল মুজাহিদ, যুগ্ম-সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-কে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপসচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
আইন শাখা

নিয়োগ প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ শ্রাবণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৩ আগস্ট ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৮.০০.০০০০.০৪০.০২১.১৭.১৬.১৭৪—অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের অধিকরতর গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর মামলাসমূহ সরকার পক্ষে পরিচালনার নিমিত্ত নিম্নেবর্ণিত শর্তাদি পরিপালন সাপেক্ষে ২(দুই) জন আইনজীবী-কে তাদের যোগদানের তারিখ হতে ৩(তিন) বছরের জন্য অস্থায়ীভাবে বিশেষজ্ঞ আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ করা হলো:

(১) জনাব তানজিবুল আলম, বার-এট-ল
অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা। (আই, ডি নং-৩২৪৮)

(২) বেগম তওফীকা করীম
অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা। (আই, ডি নং-৩২৬৫)

২। শর্তাবলী:

(ক) বিশেষজ্ঞ আইনজীবী হিসেবে এই নিয়োগপত্র ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ৩(তিন) বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। অনিবার্য কারণবশতঃ উভয় পক্ষ হতে এক মাস পূর্বে নোটিশ/পদত্যাগ পত্র প্রদান সাপেক্ষে এই নিয়োগ রহিত/বাতিল করা যাবে:

(খ) বিশেষজ্ঞ আইনজীবী হিসেবে নিয়োজিত থাকাকালে বিশেষজ্ঞ আইনজীবীগণ নিম্নরূপ ফি/পারিশ্রমিক/খরচখাত ব্যতীত কোন প্রকার বেতন-ভাতা বা অতিরিক্ত সম্মানী প্রাপ্য হবেন না;

ছক

ক্রম	খরচ সংক্রান্ত বর্ণনা	প্রস্তাবিত ফি	মন্তব্য
ক	মামলা পরিচালনার লক্ষ্যে ক্ষমতা প্রদান এবং ওকালতনামা দাখিলের খরচ	২,০০০ (দুই হাজার) টাকা	মামলা প্রতি
খ	মামলার আর্জি বা জবাব সংশোধন/এফিডেভিট ইন অপজিসন/কাউন্টার এফিডেভিট/সাপ্লিমেন্টারী এফিডেভিট/ এফিডেভিট ইন কমপ্লায়েন্স প্রস্তুত ও মাননীয় আদালতে দাখিল	২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা	মামলা প্রতি
গ	মামলার আর্জি প্রস্তুত ও দাখিলকরণ	৩৫,০০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা	মামলা প্রতি
ঘ	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক জবাব প্রস্তুত ও দাখিলকরণ	২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা	মামলা প্রতি
ঙ	আপিল/রিভিউ/রিভিশন গ্রাউন্ডস প্রস্তুত ও দাখিলকরণ	৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা	মামলা প্রতি
চ	পেপারবুক প্রস্তুত ও এডঃ অন রেকর্ডের খরচ	২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা	মামলা প্রতি
ছ	লিগ্যাল নোটিশ প্রস্তুত ও জারি/লিগ্যাল নোটিশের জবাব প্রস্তুত ও জারি	৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা	প্রতিটির জন্য
জ	কজলিস্টে থাকা মামলায় বিজ্ঞ আইনজীবী আদালতে উপস্থিত থাকা সত্তেও শুনানী না হলে 'উপস্থিত ফি'	৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা	মামলা প্রতি
ঝ	সাধারণ শুনানী (মোশনসহ)	১২,০০০ (বার হাজার) টাকা	প্রতি শুনানী জন্য
ঞ	চূড়ান্ত শুনানী/বিশেষ শুনানী	২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা	প্রতি শুনানী জন্য
ট	রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিতি	৫,০০০ (পাঁচশ হাজার) টাকা	মামলা প্রতি
ঠ	কোর্ট ফি/তলবানা/সেকশন খরচ	প্রকৃত ব্যয়	মামলা প্রতি
ড	আইনগত মতামত	২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা	প্রতিটির জন্য
ঢ	জুনিয়র ফি	ক্রমিক-খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট এবং 'ড' তে উল্লিখিত ফি/ভাতার ২০% হারে	
ণ	ক্লার্ক ফি	ক্রমিক-খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ এবং 'ড' তে উল্লিখিত ফি/ভাতার ১০% হারে	
ত	তালিকা বহির্ভূত অন্যান্য খরচ (যদি থাকে)		আলোচনাক্রমে
থ	বিবিধ	৫,০০০ (পাঁচশ হাজার) টাকা	কেস প্রতি

উল্লিখিত ফি/পারিশ্রমিক হতে প্রচলিত বিধিমতে আয়কর ও ভ্যাট ইত্যাদি কর্তনযোগ্য।

(গ) নিয়োগপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ আইনজীবীগণের ফি/পারিশ্রমিক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কোড নম্বর-৪৮৮৩ হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে;

(ঘ) নিয়োগপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ আইনজীবীগণ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্পর্শকাতর/উচ্চ রাজস্ব সম্ভাবনাময় মামলা ও দীর্ঘদিনের লুকিয়ে রাখা বিচারাধীন মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানের নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন করবেন;

(ঙ) বিশেষজ্ঞ আইনজীবীগণকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে;

(চ) সরকারি স্বার্থে বিশেষজ্ঞ আইনজীবীগণের পরিচালনাধীন মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সদা তৎপর থাকতে হবে;

(ছ) একজন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর উপর অর্পিত মামলা অন্যকোন আইনজীবীর নিকট হস্তান্তর/অনাপত্তি প্রদানের প্রয়োজন হলে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনামতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনজীবীগণ তা হস্তান্তর করতে অনাপত্তি প্রদান করবেন;

(জ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট অন্য আইনজীবী দ্বারা পরিচালিত যে কোন মামলা যে কোন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর নিকট হস্তান্তরিত হলে তিনি তা গ্রহণ করতে সম্মত থাকবেন;

(ঝ) বিশেষজ্ঞ আইনজীবীগণ এ বিভাগের নিয়োজিত আইনজীবী থাকাকালীন মামলা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে এ বিভাগ তথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিপক্ষকে কোনরূপ সহযোগিতা/মতামত প্রদান কিংবা এ বিভাগের বিপক্ষে কোন আদালতে মামলা পরিচালনা করতে পারবেন না;

(ঞ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের মামলা ও আইন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে যথাযথ ভূমিকা ও তদারকির অভাবে সরকার পক্ষ কোনরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হলে বিশেষজ্ঞ আইনজীবীগণ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট এর যৌক্তিকতা উপস্থাপন করবেন;

(ট) বিশেষজ্ঞ আইনজীবীগণ তাঁদের উপর অর্পিত সকল মামলার তথ্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন এবং মামলার অবস্থা সম্পর্কে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-কে প্রয়োজন অনুযায়ী অবহিত করবেন; এবং

(ঠ) বিশেষজ্ঞ আইনজীবীগণের সাথে আলোচনাক্রমে পরবর্তী সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীতব্য " বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর কার্যপরিধি" অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আইনজীবীগণ তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। উপরোক্ত শর্তাধীনে সম্মত থাকলে পত্র প্রাপ্তির ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে উল্লিখিত শর্তাবলী সম্বলিত বন্ড সম্পাদন এবং বন্ডসহ যোগদানপত্র/সম্মতিপত্র সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় বরাবরে দাখিল করতে হবে।

মোঃ নজিবুর রহমান
সিনিয়র সচিব।

শাখা-১ (প্রশাসন)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখঃ ২৩ শ্রাবণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৭ আগস্ট ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৬.২৫.০৪৯.১৬-৯৬৬—সকল পর্যায়ের করদাতা সেবার মান উন্নয়নসহ নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত কর সংগ্রহে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদান করে প্রশিক্ষণ একাডেমির মান বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিসিএস (কর) একাডেমি, ঢাকা এর জন্য নিম্নরূপ পরিচালনা পর্যদ গঠন করা হলো:

সভাপতি

১. চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

২. সদস্য (কর প্রশাসন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

৩. সদস্য (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

৪. সদস্য (আন্তর্জাতিক কর), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

৫. সদস্য (কর নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

৬. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার)

৭. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার)

৮. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব (কর)

৯. অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার)

১০. ফরেন-ট্রেড ইনস্টিটিউট, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি

১১. ডীন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি

১২. মহাপরিচালক, ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমি এর প্রতিনিধি

১৩. মহাপরিচালক, ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফিনান্স এর প্রতিনিধি

সদস্য সচিব

১৪. মহাপরিচালক, বিসিএস (কর) একাডেমি, ঢাকা

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ ঃ ২৪ শ্রাবণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৮ আগস্ট ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৬.২৫.০৪৯.১৬-৯৬৭—সকল পর্যায়ের করদাতা সেবার মান উন্নয়নসহ নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত কর সংগ্রহে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদান করে প্রশিক্ষণ একাডেমির মান বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম এর জন্য নিম্নরূপ পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হলো:

সভাপতি

১. চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

২. সদস্য (শুল্ক নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

৩. সদস্য (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

৪. সদস্য (আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

৫. সদস্য (কর প্রশাসন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

৬. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার)

৭. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার)

৮. অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার)

৯. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব (শুল্ক)

১০. পরিচালক, আইবিএ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি

১১. ফরেন-ট্রেড ইনস্টিটিউট, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি

১২. মহাপরিচালক, ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমি বা তাঁর প্রতিনিধি

১৩. মহাপরিচালক, ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফিনান্স এর প্রতিনিধি

সদস্য সচিব

১৪. মহাপরিচালক, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ হুমায়ুন কবীর
উপসচিব।

সঞ্চয় শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ০৯ আষাঢ় ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৩ জুন ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৮.০০.০০০০.০৪১.২৩.০২৮.০৩(অংশ).১৩৬—The US Dollar Investment Bond Rules, 2002 এর বিধি-১৪ এবং The U.S. Dollar Premium Bond Rules, 2002 এর বিধি-১৪(৪) তে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ২(দুই) জন বিনিয়োগকারীকে ২০১৫ সালের জন্য বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) হিসেবে নির্বাচন করা হ'ল:

ক্র. নং	বিনিয়োগকারীর নাম	ঠিকানা	বৈদেশিক ঠিকানা
১.	জনাব রফিকুল ইসলাম মিয়া আরজু	ফ্লাট নং-এ/৪, বাড়ী নং-১, রোড নং-২০, সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০	সড়ক বেরেগোভাইয়া, বাড়ী ৪/৩, ফ্লাট নং-১১, ও ১২, মস্কো, রাশিয়া।
২.	জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	৩৫৮/এ খিলগাঁও, রোড নম্বর-২০, ঢাকা-১২১৯	এপার্টমেন্ট নম্বর-৮৪, বিল্ডিং নম্বর-১, হাউজ নম্বর-১৮, বালাক্লাবস্কি প্রসপেক্ট সড়ক, মস্কো-১১৭৪৫২।

২। উল্লিখিত বিনিয়োগকারীগণ The US Dollar Investment Bond Rules, 2002 এর বিধি-১৪ এবং The U.S. Dollar Premium Bond Rules, 2002 এর বিধি-১৪(৪) তে বর্ণিত শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে সিআইপি সুবিধা ভোগ করবেন।

৩। যথাযথ কর্তপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

মোঃ আবদুল জব্বার
সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ৩১ জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ

নং ১০.০০.০০০০.১২৫.২৭.০২৪.১৬.৪৪৯—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে জনাব মোহাম্মদ শরিফ হোসেন, সহকারী জজ, জামালপুর বহিঃ বাংলাদেশ শিক্ষা ছুটিতে বিগত ২৯-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১(এক) বছরের জন্য যুক্তরাজ্য গমন করে ছুটি শেষে কর্মস্থলে যোগদান না করে অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' এর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০৭/২০১৬ রুজু করতঃ পুনরাদেশ না দেয়া পযন্ত তাঁকে বর্তমান কর্মস্থল হতে প্রত্যাহারক্রমে আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব।

বিচার শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ১৮ জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ

নং আর-৬/৪ডি-০২/২০১৬-২২২—কুমিল্লা জেলার লাকসাম সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব আবু তালেব মিয়া-কে

সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১(১) বিধি মোতাবেক চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি কুমিল্লা জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ ঃ ১৯ জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ

নং আর-৬/৭এন-১৫/২০১৬-৪২০—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে বগুড়া জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব নিবেদিতা রায়, স্বামী- জয়ন্ত কুমার দত্ত-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ ঃ ২১ জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ

নং আর-৬/৭এন-০৪/২০১৬-৪২৪—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে সাতক্ষীরা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আবু মোশারেফ হোসেন ছিদ্দিক, পিতা মোঃ আবু বাক্কার ছিদ্দিক-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহেল আহমেদ
উপসচিব (প্রশাসন-২)।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ১৯ জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ

নং আর-৬/১সি-০৩/২০০৩-২২৩—সরকার জনস্বার্থে ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে ১৯০৮ সালের রেজিস্ট্রেশন আইনের ৫(১) দ্বারা অনুসারে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিদ্যমান ১০টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসসহ নবসৃষ্ট ৩(তিন)টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস যথাক্রমে (১) ধানমন্ডি, (২) পল্লবী এবং (৩) শ্যামপুর এর অধিক্ষেত্র বর্তমান অধিক্ষেত্র হতে বিভাজনক্রমে নিম্নরূপভাবে উল্লিখিত সাব-রেজিস্ট্রার অফিসসমূহের অধিক্ষেত্র পুনঃ নির্ধারণপূর্বক প্রজ্ঞাপন জারি করল।

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	বর্তমান অধিক্ষেত্রে	পুনঃ নির্ধারিত অধিক্ষেত্র
(১)	সদর	(১) কামরাঙ্গীর চর থানা, (২) লালবাগ থানা, (৩) চকবাজার থানা, (৪) বংশাল থানা, (৫) কোতয়ালী থানা এবং (৬) রমনা।	(১) কামরাঙ্গীর চর থানা, (২) লালবাগ থানা, (৩) চকবাজার থানা, (৪) বংশাল থানা, (৫) কোতয়ালী থানা।
(২)	সূত্রাপুর	(১) সূত্রাপুর থানা, (২) ওয়ারী থানা, (৩) মতিঝিল থানা, (৪) পল্টন থানা, (৫) মুগদা, (৬) শাহজাহানপুর থানা, (৭) বাজে কাকরাইল মৌজা, (৮) পশ্চিম রাজারবাগ মৌজা, (৯) রাজারবাগ সমগ্র।	(১) সূত্রাপুর থানা, (২) ওয়ারী থানা, (৩) মতিঝিল থানা, (৪) পল্টন থানা, (৫) শাহজাহানপুর থানা।
(৩)	মোহাম্মদপুর	(১) আদাবর থানা, (২) মোহাম্মদপুর থানা, (৩) হাজারীবাগ থানা।	(১) আদাবর থানা, (২) মোহাম্মদপুর থানা, (৩) হাজারীবাগ থানা।
(৪)	গুলশান	(১) গুলশান থানা, (২) বনানী থানা, (৩) ক্যান্টনমেন্ট থানা, (৪) খিলক্ষেত, (৫) ভাষানটেক, (৬) ভাটারা এবং (৭) ইব্রাহীমপুর মৌজা সমগ্র।	(১) গুলশান থানা, (২) বনানী থানা, (৩) ক্যান্টনমেন্ট থানা, (৪) দক্ষিণখান থানা।

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	বর্তমান অধিক্ষেত্র	পুনঃ নির্ধারিত অধিক্ষেত্র
(৫)	বাড্ডা	(১) বাড্ডা থানা, (২) দক্ষিণখান।	(১) বাড্ডা থানা, (২) খিলক্ষেত থানা, (৩) ভাটারা থানা (সমগ্র ভাটারা মৌজাসমূহ)।
(৬)	উত্তরা	(১) উত্তর পশ্চিম (২) উত্তর পূর্ব (৩) উত্তরখান থানা, (৪) তুরাগ রাজউক এর আওতাধীন এলাকা।	(১) উত্তরা থানা, (২) উত্তরা পশ্চিম থানা, (৩) উত্তরখান থানা, (৪) তুরাগ থানা (রাজউক অংশ)।
(৭)	খিলগাঁও	(১) খিলগাঁও থানা, (২) সবুজবাগ থানা, (৩) রামপুরা থানা (পশ্চিম উলন মৌজা বাদে)।	(১) খিলগাঁও থানা, (২) সবুজবাগ থানা, (৩) রামপুরা থানা (পশ্চিম উলন মৌজা বাদে)।
(৮)	ডেমরা	(১) ডেমরা থানা, (২) যাত্রাবাড়ী থানা, (দনিয়া মৌজা বাদে)।	(১) ডেমরা থানা, (২) যাত্রাবাড়ী থানা, (৩) মুগধা থানা, (৪) মাতুয়াইল মৌজা সমগ্র।
(৯)	মিরপুর	(১) মিরপুর থানা, (২) শাহআলী থানা, (৩) হরিরামপুর ইউনিয়ন, (৪) দারুস সালাম থানা।	(১) মিরপুর থানা, (২) শাহআলী থানা, (৩) ভাষাণটেক থানা, (৪) কাফরুল থানা (ইব্রাহীমপুর মৌজা সমগ্র) এবং (৫) দারুস সালাম থানা।
(১০)	তেজগাঁও	(১) তেজগাঁও থানা, (২) তেজগাঁও শিল্প অঞ্চল থানা, (৩) শের-ই-বাংলা নগর থানা, (৪) কাফরুল থানা (ইব্রাহীমপুর মৌজা বাদে), (৫) রামপুরা থানা (শুধুমাত্র পশ্চিম উলন মৌজা)।	(১) তেজগাঁও থানা, (২) তেজগাঁও শিল্প অঞ্চল থানা, (৩) শের-ই-বাংলা নগর থানা, (৪) কাফরুল থানা (ইব্রাহীমপুর মৌজা বাদে), (৫) রামপুরা থানা (পশ্চিম উলন মৌজা)।
(১১)	ধানমন্ডি	(১) ধানমন্ডি থানা, (২) কলাবাগান থানা, (৩) নিউমার্কেট থানা, (৪) শাহবাগ থানা।	(১) ধানমন্ডি থানা, (২) কলাবাগান থানা, (৩) নিউমার্কেট থানা, (৪) শাহবাগ থানা, (৫) রমনা থানা।
(১২)	পল্লবী	(১) পল্লবী থানা, (২) রূপনগর থানা, (৩) বিমানবন্দর থানা, (৪) তুরাগ থানা (রাজউক এর আওতাধীন এলাকা বাদে)।	(১) পল্লবী থানা, (২) রূপনগর থানা, (৩) বিমানবন্দর থানা, (৪) তুরাগ থানা (রাজউক অংশ বাদে), (৫) হরিরামপুর ইউনিয়ন।
(১৩)	শ্যামপুর	(১) শ্যামপুর থানা, (২) গেন্ডারিয়া থানা, (৩) কদমতলী থানা, (৪) দনিয়া মৌজা।	(১) শ্যামপুর থানা, (২) গেন্ডারিয়া থানা, (৩) কদমতলী থানা, (৪) দনিয়া মৌজা সমগ্র।

উল্লেখ্য, বিগত ০৯-৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-আর-৬/১সি-৩/২০০৩-১৭৯ মূলে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এতদ্দ্বারা বাতিল করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হুসাইন মুহাম্মদ ফজলুল বারী
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ১৯ জুলাই ২০১৬

নং বিচার-৭/২এন-৩২/৮৬-৩৫০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ আব্দুল হক, পিতা-মোঃ আব্দুল মান্নান, মাতা-হালিমা বেগম, গ্রাম-শফিপুর, ওয়ার্ড নং-০২ ৩নং বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়ন, ডাকঘর-বাঙ্গালহালিয়া, উপজেলা-রাজস্থলী, জেলা-রাঙ্গামাটি। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলার ০৩ নং বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

জি, এম, নাজমুছ শাহাদাৎ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
কোম্পানী-১শাখা

আদেশ

তারিখ, ০৬ শ্রাবণ ১৪২৩/২১ জুলাই ২০১৬

নং **১৪.০০.০০০০. ০০৮.২৭.০২৫.১৩-২৮২**—যেহেতু, জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন, বিভাগীয় প্রকৌশলী, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর {বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিঃ (বিটিসিএল) এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংযুক্ত} বৈদেশিক চাকুরীতে ০৫(পাঁচ) বছর লিয়েন শেষে বিগত ২৭-০৬-২০১৩ তারিখে বিটিসিএল-এ যোগদান করার পর তাঁকে বিভাগীয় প্রকৌশলী, বিটিসিএল, হবিগঞ্জ হিসেবে ১০-০৭-২০১৩ তারিখের এসঃ ৩৮-৩৪/৯১-৯৬ নং প্রজ্ঞাপনে বদলীর আদেশ জারি করা হয়। বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণে ৩০-০৯-২০১৩ তারিখ হতে চাকুরী হতে অব্যাহতির জন্য ১২-০৮-২০১৩ তারিখে আবেদন করেন। তিনি বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করায় বিটিসিএল হতে ১৪-০৮-২০১৩ তারিখের এসঃ ৩৮-৩৪/৯১-৯৭ নং পত্রে তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়;

০২। যেহেতু, জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন ইত:পূর্বে দাখিলকৃত অব্যাহতি আবেদনের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার জন্য ২১-০৮-২০১৩ তারিখে অনুরোধ জানান এবং বদলীর আদেশ জারির ০১ মাস ১৪ দিন পর অর্থাৎ ২৫-৮-২০১৩ তারিখে তিনি বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদান করেন;

০৩। যেহেতু, জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন কর্তৃক সরকারি চাকুরী হতে পদত্যাগপত্র/অব্যাহতিপত্র দাখিলের প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী অথবা বিভাগীয় মামলা এবং তাঁর নিকট সরকারের কোন পাওনা রয়েছে কি-না, এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিটিসিএল-থেকে তথ্য জানতে চাওয়া হলে বিটিসিএল জানায় যে, তাঁর বিরুদ্ধে ১,০৪,৪৩,২৭৮ (এক কোটি চার লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার দুইশত আটাত্তর) টাকার অডিট আপত্তি রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করে তাঁকে বিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংযুক্ত রাখার জন্য বিটিসিএল-কে ১৩-০২-২০১৪ তারিখের ১৪.০০.০০০০. ০০২. ২২.০০২.১৩.৫৯ নং পত্রে অনুরোধ করা হয়;

০৪। যেহেতু, জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীনকে ০৪-০৩-২০১৪ তারিখে বিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয়। কিন্তু অভিযুক্ত কর্মকর্তা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যোগদান না করে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে "ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে গত ১৯-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়;

০৫। যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তা অভিযোগের জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য প্রদান করেন;

০৬। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার কারণ দর্শানোর জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের উপ-সচিব জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার সরকারকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা ০১-০৭-২০১৫ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(সি) বিধি মোতাবেক "ডিজারশন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেন;

০৭। যেহেতু, জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কর্মকর্তার জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী ও তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(সি) মতে "ডিজারশন" এর পরিবর্তে ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মতে "চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service)" দণ্ড আরোপের প্রস্তাবসহ ১৯-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ১৪.০০.০০০০.০০৮.২৭.০২৫.১৩.৩৫৯ নং স্মারকে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়;

০৮। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন। জবাবে শারীরিক সমস্যার কথা উল্লেখ করে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য আবেদন করেন। আবেদন এবং অন্যান্য দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় বিবেচনাযোগ্য না হওয়ায় আবেদন নামঞ্জুর করা হয়;

০৯। যেহেতু, জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন, বিভাগীয় প্রকৌশলী, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুসরণে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় "চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service)" দণ্ড আরোপের লক্ষ্যে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) এর পরামর্শ/মতামত চাওয়া হলে পিএসসি তাঁকে "চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service)" করার এ বিভাগের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

১০। যেহেতু, জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা বিধায় তাঁকে "চাকরি হতে বরখাস্ত" দণ্ড প্রদানে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদন গ্রহণ করা হয়;

১১। বর্ণিতাবস্থায়, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর {বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিঃ (বিটিসিএল) এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংযুক্ত} এর বিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৪(৩)(ডি) বিধি মতে "চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service)" দণ্ড প্রদান করা হলো এবং তাঁর নিকট সরকারি/প্রতিষ্ঠানের পাওনা টাকা অনতিবিলম্বে পরিশাধ/ফেরৎ প্রদান করবেন।

মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী
সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
বেতার-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ শ্রাবণ ১৪২৩/০২ আগস্ট ২০১৬

নং **১৫.০০.০০০০.০২১.২৭.০০২.১৬-৩১৯**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হুদা, উপ-আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, খুলনা (সংযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকায় কর্মরত) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে উপ-পরিচালক (গণসংযোগ) পদে প্রেষণে কর্মরত ছিলেন। উক্ত কর্মকালে তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের অগোচরে এবং যথাযথ অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে কর্মস্থল ত্যাগসহ বিদেশে গমন করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ (Misconduct) ও বিনা অনুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগের (Desertion) অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং-৯/২০১৫ রুজু করতঃ তথ্য মন্ত্রণালয়ের ০৫-১০-২০১৫ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৯.১৫.২৪৩ নং স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে তাকে কারণ দর্শাতে বলা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ১৪-১০-২০১৫ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেন;

যেহেতু, প্রাসংগিক সকল বিষয় বিবেচনা করে বিষয়টি তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব গৌতম কুমার ঘোষ-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং উহার আলোকে ৩(বি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ (Misconduct) এর অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত জবাব ও কাগজপত্র, তথ্য প্রমাণ ও প্রাসংগিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত উল্লিখিত অসদাচরণ (Misconduct) ও বিনা অনুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগের (Desertion) অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হুদা, উপ-আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, খুলনা (সংযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকায় কর্মরত)-কে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ (Misconduct) ও বিনা অনুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগের (Desertion) অভিযোগ (বিভাগীয় মামলা নং-৯/২০১৫) দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মরতুজা আহমদ
সচিব।

চলচ্চিত্র অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ শ্রাবণ ১৪২৩/০৭ আগস্ট ২০১৬

নং **তম/চলচ্চিত্র/সেবো-১১/২০১১/৪০৬**—জনাব মিজানুর রহমান শামীম, প্রযোজক, মিউরাল পিকচার্স, ৭৩, কাকরাইল, ইস্টার্ণ কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ঢাকা কর্তৃক নির্মিত 'ধ্বংস মানব' নামক চলচ্চিত্রটি The Censorship of Films Act, 1963 (Amendment, 2006) এর 4B(1) ধারা লংঘন করে আপিল আবেদন দাখিল করায় তা নাকচ করা হলো।

০২। আপিল আবেদন নাকচ হওয়ার কারণে উক্ত চলচ্চিত্রটি একটি সনদপত্রহীন চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সমগ্র বাংলাদেশে উক্ত চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হলো।

০৩। এ চলচ্চিত্র কোথাও প্রদর্শিত হলে চলচ্চিত্রটি বাজেয়াপ্তকরণসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জি. এন. নজমুল হোসেন খান
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৬ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ শ্রাবণ ১৪২৩/০১ আগস্ট ২০১৬

নং **২৫.০০.০০০০.০১৯.০৩.০২.৯৭(অংশ)/৪৮৩**—খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ৪(১) (আই) ধারা মোতাবেক খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বোর্ড সদস্য হিসেবে জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, পিতাঃ মৃত মোঃ আহমেদ আলী খান, ৩/৩, ইসলামিয়া জামে মসজিদ সড়ক, পশ্চিম টুটপাড়া, খুলনাকে সরকার পুনরায় ০৩ বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করলেন।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শ্যামলী নবী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
জাহাজ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ শ্রাবণ ১৪২৩/১৬ জুলাই ২০১৬

নং ১৮.০১৯.০০০.০০.০০.১৫.২০১১-৪০৪—নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের মুখ্য পরিদর্শক জনাব মোঃ জাহিদ হোসেনের বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ এবং ডিজারশনের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩/(বি), ৩/(সি) বিধির অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করে সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪/৩(ডি) বিধি অনুযায়ী নির্দেশক্রমে চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হলো।

২। প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে এ আদেশ কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস এম শাহ্ হাবিবুর রহমান হাকিম
সিনিয়র সহকারী সচিব (জাহাজ)।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ শ্রাবণ ১৪২৩/২৮ জুলাই ২০১৬

নং ইউ-এন মেঃ-১/০৯/ডি-৭/৩৭৭—নির্দেশক্রমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১৭ (সতের) জন কর্মকর্তাকে জাতিসংঘের অধীনে বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালনকালে তাঁদের কর্তব্যনিষ্ঠার স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত পদক পরিধানের অনুমোদন প্রদান করা হলো :

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্ব পালনের মেয়াদ		মিশন এবং যে দেশে নিয়োজিত ছিল
		হইতে	পর্যন্ত	
১	২	৩	৪	৫
১	উইং কমান্ডার মুন্সী মনিরুজ্জামান (বিডি/৮৩৩৭), ইঞ্জঃ	২৭-১০-১২	০১-১১-১৩	মনুস্কো (MUNUSCO) ডি আর কঙ্গো
২	উইং কমান্ডার মোঃ যোবায়দুল ইসলাম (বিডি/৮৪৮৭), লিগ্যাল	০৭-০৩-১৪	০৭-০৩-১৫	মনুস্কো (MUNUSCO) ডি আর কঙ্গো
৩	স্কোয়াড্রন লীডার (বর্তমানে উইং কমান্ডার) কাজী ইকবাল করিম, এফএডব্লিউসি, পিএসসি (বিডি/৮৫১৭), জিডি(পি)	০৪-০৮-০৫	২৩-০৮-০৬	মনুস্কো (MUNUSCO) ডি আর কঙ্গো
		২২-১২-০৮	৭-০১-১০	ইউনামিড (UNAMID) দারফুর, সুদান

১	২	৩	৪	৫
৪	স্কোয়াড্রন লীডার (বর্তমানে উইং কমান্ডার) মোঃ মাহবুবুল আলম, পিএসসি (বিডি/৮৫৬৫), ইঞ্জ	১৮-০৯-০৮	১৮-০৯-০৯	মনুস্কো (MUNUSCO) ডি আর কঙ্গো
৫	উইং কমান্ডার সালাউদ্দীন আহমেদ (বিডি/৮৭১৯), জিডি(পি)	২৬-১০-১৩	২৫-১০-১৪	মনুস্কো (MUNUSCO) ডি আর কঙ্গো
৬	স্কোয়াড্রন লীডার শওকত ওমর দীপ্র (বিপি/৮৮৭০), এডিডব্লিউসি	০৮-০৫-১৪	২৬-০৫-১৫	মনুস্কো (MUNUSCO) ডি আর কঙ্গো
৭	স্কোয়াড্রন লীডার মোহাম্মদ আরাফাত ইকবাল (বিডি/৮৯৭৮), এডমিন	২১-০২-১৩	০৬-০৩-১৪	ইউএনওসিআই (UNOCI) আইভরিকোস্ট
৮	স্কোয়াড্রন লীডার মুহাম্মদ আবদুল মুকীত খান (বিডি/৯০০৫), জিডি(পি)	২৮-০২-১৩	১৫-০৩-১৪	ইউএনওসিআই (UNOCI) আইভরিকোস্ট
৯	স্কোয়াড্রন লীডার এ বি এম সাইদুর রহমান (বিডি/৯০৪১), এডিডব্লিউসি	২২-১০-১৩	২১-১০-১৪	ইউনামিড (UNAMID) দারফুর, সুদান
১০	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট (বর্তমানে স্কোয়াড্রন লীডার) আবু মোঃ ওয়াজাহাৎ (বিডি/৯১৯৪), জিডি(পি)	১৬-০২-১৩	০৫-০৩-১৪	মিনারসো (MINURSO) ওয়েষ্টার্ণ সাহারা
১১	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট (বর্তমানে স্কোয়াড্রন লীডার) কাজী আশিকুজ্জামান (বিডি/৯২১৬), ইঞ্জ	২৪-০২-১৪	০৯-০৩-১৫	মিনারসো (MINURSO) ওয়েষ্টার্ণ সাহারা
১২	স্কোয়াড্রন লীডার সৈয়দ আব্দুল্লাহ-আল-মামুন (বিডি/৯২৩৮), জিডি(পি)	৩০-১১-১৩	১৪-০৮-১৪	ইউনামিড (UNAMID) দারফুর, সুদান
১৩	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট (বর্তমানে স্কোয়াড্রন লীডার) আরাফাত ইবনে জামান (বিডি/৯২৩৯), জিডি(পি)	০৪-০৫-১৪	১৮-০৫-১৫	ইউনামিড (UNAMID) দারফুর, সুদান
১৪	স্কোয়াড্রন লীডার শাহাদাত ইবনে কাইয়ুম (বিডি/৯২৪৫), জিডি(পি)	১৫-০৬-১৪	১৪-০৬-১৫	ইউনিফিল (UNIFIL) লেবানন
১৫	স্কোয়াড্রন লীডার আরাফাত হোসেন মল্লিক (বিডি/৯২৭১), এডমিন	০৩-০৮-১৪	২৭-০৮-১৫	ইউএনওসিআই (UNOCI) আইভরিকোস্ট
১৬	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট (বর্তমানে স্কোয়াড্রন লীডার) এস এম আব্দুর রাকিব (বিডি/৯৩৩৩), জিডি(পি)	১২-০১-১৪	১৩-০২-১৫	ইউএনওসিআই (UNOCI) আইভরিকোস্ট
১৭	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট (বর্তমানে স্কোয়াড্রন লীডার) মোঃ সাব্বীর আলী (বিডি/৯৩৭০), জিডি(পি)	৩০-১১-১৩	১৫-১২-১৪	ইউনামিড (UNAMID) দারফুর, সুদান

মোঃ সফিকুল আহম্মদ
যুগ্ম-সচিব।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-০১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ১৭ শ্রাবণ ১৪২৩/০১ আগস্ট ২০১৬

নং ৪২.০৩১.০১১.০০.০০.০৫৩.২০১১-৬৩০—নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন) এর ধারা ৫ ও ৬ বলে গঠিত নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য হিসেবে সরকার নিম্নবর্ণিত দুইজন পানি সম্পদ প্রকৌশলী/ বিজ্ঞানীকে মনোনীত করেছেন ঃ

(ক) জনাব সরাফত হোসেন খান, মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।

(খ) ড. উম্মে কুলসুম নাভেরা, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, ঢাকা।

২। সদস্যদ্বয় এ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে দুই বছরের জন্য স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন সদস্যকে যে কোন সময় তাঁর পদ হতে অপসারণ করতে পারবেন এবং সম্মানিত সদস্যগণও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ থেকে পদত্যাগ করতে পারবেন।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোতাহার হোসেন
উপ-সচিব।

উন্নয়ন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৩ শ্রাবণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৮ জুলাই ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪২.০৩৫.০১৪.০১.০১.০০২.২০১৬-১৯৬—বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন "বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা, সমাধান ও সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলো :

সভাপতি

১। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৪। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-১), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৫। যুগ্ম-প্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৬। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৭। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৮। উপ-সচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৯। উপ-প্রধান-২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১০। প্রধান পরিকল্পনা, বাপাউবো, ঢাকা

১১। সেচ উইং, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

১২। বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

১৩। কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

১৪। প্রকল্প পরিচালক, 'বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন' শীর্ষক প্রকল্প

সদস্যবৃন্দ

১৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, 'বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন' শীর্ষক প্রকল্প

১৬। সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা-৪ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(খ) প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা সমাধানে দিক নির্দেশনা;

(গ) বিবিধ।

০২। কমিটি প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার সভা আহ্বান করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে। তবে জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহ্বান করা যাবে।

০৩। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

নং ৪২.০৩৫.০১৪.০৪.০১.০৯৯.২০১৫-১৯৭—বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন "কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন ফিলিপনগর, আবেদের ঘাট ও ইসলামপুর এলাকায় পদ্মা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা, সমাধান ও সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলো :

সভাপতি

১। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৪। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-১), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৫। যুগ্ম-প্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৬। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৭। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৮। উপ-সচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৯। উপ-প্রধান-২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১০। সেচ উইং, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

১১। বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

১২। কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

১৩। প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক

সদস্যবৃন্দ

১৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া পওর বিভাগ, কুষ্টিয়া

১৫। সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা-৪ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(খ) প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা সমাধানে দিক নির্দেশনা;

(গ) বিবিধ।

০২। কমিটি প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার সভা আহ্বান করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে। তবে জরুরি প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহ্বান করা যাবে।

০৩। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হোসনেআরা আক্তার
উপসচিব।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

পরিপত্র

তারিখ : ১৬ আষাঢ় ১৪২৩/৩০ জুন ২০১৬

নং ৫২.০০৮.০১১.০৮.০০.৭০০.২০১৩-২৭১/২—বর্তমানে Geographic Information System (GIS)[১] পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীর নানা দেশে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ নানাবিধ সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১১ সালে ১২ মে তারিখে জেনেভায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল (ECOSOC) এর সভায় মহাসচিবের (E/2011/89) রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে 'UN Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (GGIM)' নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে Geospatial Database এর সাথে Statistics এর সমন্বয়ের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা তাদের নিজস্ব অথবা জাতীয় প্রয়োজনে GIS কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে এই সমস্ত সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত GIS কার্যক্রম সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে তেমন কোন সমন্বয় না থাকার কারণে দ্বৈততা সৃষ্টির পাশাপাশি অর্থ ও সময়ের অপচয় হচ্ছে। সর্বোপরি, GIS কেন্দ্রিক কাঙ্খিত উন্নয়ন থেকে জাতি বঞ্চিত হচ্ছে। এ কারণে GIS কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা সংস্থা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে GIS কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা অত্যন্ত জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ। সকল GIS সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা গেলে একে অপরের কাজ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ এবং নিজেদের মধ্যে তথ্য/উপাত্ত আদান প্রদানসহ জাতীয় প্রয়োজনে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এতদবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সহজ হবে। দেশের সকল GIS তথ্য/উপাত্ত প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং তাদের প্রস্তুতকৃত তথ্য/উপাত্ত একই স্থানে সংরক্ষণ করে জনগণের ব্যবহার উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে একটি প্ল্যাটফর্ম গঠন জরুরী হয়ে পড়েছে।

২। পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ এর ৬ ধারাবলে বাংলাদেশে GIS কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের[২] মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং একই স্থানে এতদসংক্রান্ত সকল তথ্য/উপাত্ত সংরক্ষণ ও জনসাধারণের জন্য ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যে "Bangladesh GIS Platform (BGISP)" শিরোনামে একটি প্ল্যাটফর্ম গঠন করা হলো।

৩। এ প্ল্যাটফরমটি সুষ্ঠু ও কার্যকরিভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে BGISP কমিটি গঠিত হবে :

সভাপতি

(১) অতিরিক্ত সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

(২) উপমহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

(৩) প্রতিনিধি, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

(৪) প্রতিনিধি, সার্ভে অব বাংলাদেশ

(৫) প্রতিনিধি, এটুআই কর্মসূচী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(৬) প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

(৭) প্রতিনিধি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

(৮) প্রতিনিধি, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

(৯) প্রতিনিধি, তথ্য প্রযুক্তি অধিদপ্তর

(১০) প্রতিনিধি, বন অধিদপ্তর

(১১) প্রতিনিধি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

(১২) প্রতিনিধি, কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC)

(১৩) প্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

(১৪) প্রতিনিধি, ঢাকা ওয়াসা/চট্টগ্রাম ওয়াসা/খুলনা ওয়াসা/ রাজশাহী ওয়াসা

(১৫) প্রতিনিধি, বিআইডব্লিউটিএ (BIWTA)

(১৬) প্রতিনিধি, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (SRDI)

(১৭) প্রতিনিধি, ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

(১৮) প্রতিনিধি, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (RDA)

(১৯) প্রতিনিধি, সিইজিআইএস (CEGIS), ঢাকা

(২০) প্রতিনিধি, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(২১) প্রতিনিধি, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

(২২) প্রতিনিধি, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

(২৩) প্রতিনিধি, নগর ও আঞ্চলিক ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

(২৪) প্রতিনিধি, নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগ, বুয়েট

(২৫) প্রতিনিধি, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

(২৬) প্রতিনিধি, বিশ্বব্যাংক, ঢাকা অফিস

(২৭) প্রতিনিধি, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), ঢাকা অফিস

(২৮) প্রতিনিধি, ইউএনএফপিএ, ঢাকা

(২৯) প্রতিনিধি, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), ঢাকা

(৩০) প্রতিনিধি, ইউএনডিপি, ঢাকা

(৩১) পরিচালক, সেন্সাস উইং, বিবিএস

সদস্য-সচিব

(৩২) পরিচালক, কম্পিউটার উইং, বিবিএস

৪। Bangladesh Geographical Information System Platform (BGISP) নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে;

ক. BGISP পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩; তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং GIS সংক্রান্ত বিধি-বিধান, নীতিমালা ইত্যাদি অনুসরণ করবে;

খ. প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশে যেসব প্রতিষ্ঠান GIS সংক্রান্ত কাজের সাথে সম্পৃক্ত, সেসব প্রতিষ্ঠানকে এই Platform এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান GIS বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পার্সন মনোনীত করবে। পরবর্তীতে Platform এর সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে GIS সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করবে;

---

[১]GIS বলতে Geographical Information System/Science/Service/Society/Studies বুঝাবে;
[২]প্রতিষ্ঠানসমূহ বলতে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন সহযোগী ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বুঝাবে।

গ. BGISP এর সকল সদস্য সংস্থা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান বা জাতীয় প্রয়োজনে কোন উল্লেখযোগ্য GIS সংক্রান্ত কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করার পূর্বে প্লাটফরমকে অবহিত করবে। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য প্ল্যাটফর্ম যত দ্রুত সম্ভব সভা আহবান করবে। প্রস্তাবিত কার্যক্রম যাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য হয়, সে বিষয়ে প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবে;

ঘ. দ্বৈততা পরিহার, সময় ও অর্থ অপচয় রোধে একই ধরনের কাজ যাতে একাধিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্পাদিত না হয় সে বিষয়ে BGISP কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

ঙ. দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য এই প্ল্যাটফর্ম GIS সম্পর্কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের উত্তম চর্চাগুলো খুঁজে বের করে তা রূপায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

(চ) এই প্ল্যাটফর্মটি GIS সম্পর্কিত বিভিন্ন আঞ্চলিক (Asia-Pacific Spatial Data Infrastructure (APSDI) ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান (Gloval Spatial Data Infrastructure (GSDI), Global Earth Observation System of Systems (GEOSS), International Steering Committee for Global Mapping (ISCGM), Environmental Service Research Institute (esri) ইত্যাদির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন এবং তাদের সাথে এদতসংক্রান্ত হালফিল তথ্যাদি বিনিময় করবে;

ছ. জাতীয় পর্যায়ে GIS সংক্রান্ত Metadata তৈরি করতে সহায়তা প্রদান ও সমন্বয় সাধণ করবে;

জ. এই প্ল্যাটফর্ম GIS সংক্রান্ত Data প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানসহ এর সার্বিক পরিচালনার দিক নির্দেশনামূলক একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করবে;

ঝ. প্রাথমিকভাবে Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) একটি Data Mining/Archive প্রতিষ্ঠা করে দেশের সকল GIS সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

ঞ. GISকে সর্বস্তরে বিস্তৃতি লাভ Vector ও Raster Database এবং এর সুফল যাতে তৃণমূল পর্যায়ের জনসাধারণ পেতে পারে তার জন্য যেসব সংস্থা GIS বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে-তাদেরকে প্লাটফরমের পক্ষ থেকে নানা ধরনের উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান করা হবে। BGISP বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন, জিআইএস দিবস প্রবর্তন, জিআইএস মেলা, রোড-শো, সভা/সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করবে;

ট. BBS এর অধীনে BGISP এর একটি স্বতন্ত্র WebSite তৈরী করে সেখানে GIS সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রকাশ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Download করার যাবতীয় সুযোগ সৃষ্টি করা হবে;

ঠ. ন্যূনতম প্রতি ৩ মাসে এই প্ল্যাটফর্মের সভা অনুষ্ঠিত হবে;

ড. বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে GIS প্লাটফরম এই পরিপত্রে বর্ণিত কার্যাবলীর পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জন করতে পারবে;

ঢ. এই প্ল্যাটফর্ম National Spatial Data Infrastructure (NSDI) এর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যার মাধ্যমে Geospatial তথ্যাদি সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন এবং কারিগরী বিষয়সমূহের উন্নয়ন সাধন সম্ভব হবে;

৫। BGISP কমিটি প্রয়োজনে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৬। জনস্বার্থে এই পরিপত্র জারি করা হলো এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

মোঃ সফিকুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৬ শ্রাবণ, ১৪২৩/২১ জুলাই ২০১৬

নং ৩৯.০০.০০০০.০১৫.০৬.০০২.১৬-৫৬—জাতীয় জীব প্রযুক্তি নীতি, ২০১২ এর ৬.৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী জীব প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় কারিগরি কমিটি নিম্নোক্তভাবে গঠন করা হলো :

সভাপতি

(১) সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) ড. মো: আবদুছ ছালাম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল-প্রতিনিধি কৃষি মন্ত্রণালয়

(৩) জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, উপপ্রধান-প্রতিনিধি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

(৪) যুগ্মসচিব (জনস্বাস্থ্য) প্রতিনিধি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(৫) বেগম সাহনাজ সামাদ, উপসচিব - প্রতিনিধি শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(৬) জনাব মো: রেজাউল আহসান, যুগ্মসচিব - প্রতিনিধি অর্থ বিভাগ

(৭) জনাব মো: সাজেদুল কাইউম দুলাল, উপসচিব, পরিকল্পনা বিভিাগ - প্রতিনিধি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

(৮) ড. হাসিনা খান, অধ্যাপক, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০ - বিশেষজ্ঞ, উদ্ভিদ জীবপ্রযুক্তি

(৯) ড. মোঃ শহীদুর রহমান খান, অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব মাইক্রোবায়োলজি এন্ড হাইজিন, ফেকাল্টি অব ভেটেরিনারি সায়েন্স, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ - বিশেষজ্ঞ, প্রাণী জীবপ্রযুক্তি

(১০) ড. মোঃ খলিলুর রহমান, চীফ সায়েন্টিফিক অফিসার, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ - বিশেষজ্ঞ, মৎস্য জীবপ্রযুক্তি

(১১) ড. মু. আবুল হাসানাত, অধ্যাপক, এনডোক্রাইনোলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা - বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি

(১২) ড. মুনিরুল আলম, সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, ইমার্জিং ইনফেকশন, আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ - বিশেষজ্ঞ, পরিবেশ জীবপ্রযুক্তি

(১৩) ড. ফেরদৌসী কাদরী সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, ইমিউনোলজি, আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ - বিশেষজ্ঞ, শিল্প জীবপ্রযুক্তি

(১৪) ড. মোঃ আফতাব হোসেন, অধ্যাপক, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০ বিশেষজ্ঞ, অনুপ্রাণ জীবপ্রযুক্তি

(১৫) জ্যেষ্ঠতম প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, গণকবাড়ী সাভার, ঢাকা ১৩৪৯ - বিশেষজ্ঞ, জীন ব্যাংক

(১৬) ড. মু. নজিবুর রহমান, অধ্যাপক, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা - বিশেষজ্ঞ, খাদ্য জীবপ্রযুক্তি

(১৭) ড. মো. আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০ - পেশাদার জীবপ্রযুক্তিবিদ

সদস্য-সচিব

(১৮) মহাপরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, গণকবাড়ী, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা-১৩৪৯।

২। **কমিটির কার্যপরিধিঃ**

১। জাতীয় জীবপ্রযুক্তি অগ্রাধিকারসমূহ সনাক্তকরণ

২। প্রকল্প প্রস্তাবনার অনুরোধ প্রেরণ

৩। জীবপ্রযুক্তি গবেষণার বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং শিল্পে অংশীদার অনুসন্ধানকরণ

৪। জীবপ্রযুক্তিতে সম্পদের প্রবাহমানতা অনুসন্ধান (দক্ষতা, তহবিল ও সুবিধা)

৫। আধুনিক ও সমৃদ্ধ জীবপ্রযুক্তির সুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষে বিষয়সমূহ নির্ধারণ

৬। জাতীয় নীতি ও কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয়

৭। জাতীয় নীতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে কমিটি নূন্যপক্ষে প্রতি ছয় মাসে একবার সভায় মিলিত হবে।

৮। কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোন সদস্য/বিশেষজ্ঞ কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ যাহিদ হোসেন
উপসচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৫ অধিশাখা

অফিস আদেশ

তারিখ : ১৭ শ্রাবণ ১৪২৩/০১ আগস্ট ২০১৬

নং ২৬.০০.০০০০.০৯০.০২৭.১০.১৫.(অংশ-১).২৬৮—যেহেতু, জনাব মোঃ এমদাদুল হক, সাবেক সহকারি পরিচালক (মেট্রো, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়, বর্তমান খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ে সহকারি পরিচালক, কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(ডি) মোতাবেক দুর্নীতি পরায়নতার অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করিয়া উত্থাপিত অভিযোগের কারণে কেন তাঁহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইবে না —এই মের্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, জনাব মোঃ এমদাদুল হক, সাবেক সহকারি পরিচালক (মেট্রো), জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়, বর্তমান খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ে সহকারি পরিচালক, উক্ত কারণ দর্শনোর নোটিশ জবাবে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডানার্থে গ্রহণ যোগ্য যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই; এবং

০৩। যেহেতু, কর্তৃপক্ষ তদন্তকারী কর্মকান্ডের প্রতিবেদনে ও নথিতে রক্ষীত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে জনাব মোঃ এমদাদুল হক, সাবেক সহকারি পরিচালক (মেট্রো), জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়, বর্তমান খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ে সহকারি পরিচালক কে উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে দোষী সাব্যস্থ করিয়া কেন তাঁহাকে চাকুরি হইতে বরখাস্ত করা হইবে না - এই মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শনোর নির্দেশ প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা, উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের প্রতিউত্তরে প্রস্তাবিত শাস্তির বিরুদ্ধে সন্তোষজনক বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারেন নাই; এবং

০৪। যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব মোঃ এমদাদুল হক, সাবেক সহকারি পরিচালক (মেট্রো), জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়, বর্তমান খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ে সহকারি পরিচালক, এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সুনির্দিষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাঁহাকে সরকারি চাকুরী হইতে বরখাস্ত {Dismissal from Service) করিবার গুরুদণ্ড প্রদানে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন একমত পোষণ করায় কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৪(৩) (ডি) বিধি মোতাবেক চাকুরী হইতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

০৫। সেহেতু, জনাব মোঃ এমদাদুল হক, সাবেক সহকারি পরিচালক (মেট্রো), জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়, বর্তমান খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ে সহকারি পরিচালক, কে দুর্নীতিপরায়নতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া উক্ত বিধিমালার ৪ (৩) (ডি) বিধির অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তাঁহাকে সরকারি চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হইল।

০৬। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন
সিনিয়র সচিব।

(টি.ও-২ অধিশাখা)

পরিপত্রসমূহ

তারিখ : ১৬ শ্রাবণ ১৪২৩/৩১ জুলাই ২০১৬

নং **বাম/টিও-২/এ-১৯/২০০৪/১৮৭**—এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, Breeder's Association of Bangladesh এর বিগত ০৫ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ১৩(১) ধারার বিধানমতে ব্রিডার্স খামারীগণকে (মুরগীর বাচ্চা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান) Breeder's Association of Bangladesh এর সদস্য পদ আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করার বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সদস্যভুক্তি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিবন্ধন প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

০২। এমতাবস্থায়, ব্রিডার্স খামারীগণকে (মুরগীর বাচ্চা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান) Breeder's Association of Bangladesh এর সদস্য পদ গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৩। এ আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

তারিখ : ১৮ শ্রাবণ ১৪২৩/০২ আগস্ট, ২০১৬

নং **বাম/টিও-২/এ-২৯/২০০৮/১৯০**—এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ফিআব) এর বিগত ২৬-১-২০১৫ ও ৫-১-২০১৬ ইং তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ১৩(১) ধারার বিধানমতে ফিড ইন্ডাস্ট্রিসমূহকে (পোল্ট্রি ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান) ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ফিআব) এর সদস্য পদ আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করার বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সদস্যভুক্তি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিবন্ধন প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

০২। এমতাবস্থায়, ফিড ইন্ডাস্ট্রিসমূহকে (পোল্ট্রি ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান) ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ফিআব) এর সদস্য পদ গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

৩। এ আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

মোঃ আবদুল মান্নান
পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন
ও
যুগ্ম সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
বিমান শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৫ জুলাই২০১৬

নং ৩০.০০.০০০০.০১৭.০৬.০১৬.১৪-৫০৮—২০১৬ সালের হজ্জযাত্রী পরিবহন কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে মোয়াল্লেমওয়ারি ফ্লাইট পরিচালনা ও টিকেটসহ সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা মনিটরিংয়ের জন্য নিম্নোক্তভাবে একটি কমিটি গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক

(১) জনাব আবুল হাসনাত মো: জিয়াউল হক, অতিরিক্ত সচিব (বিমান ও সিএ), এ মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

(২) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি

(৩) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি

(৪) পরিচালক (হজ্জ অফিস)

(৫) বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি

(৬) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডের প্রতিনিধি

(৭) সৌদি এরাবিয়ান এয়ারলাইন্স এর প্রতিনিধি

(৮) হজ্জ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) এর প্রতিনিধি

(৯) বিজনেস অটোমেশন এর প্রতিনিধি

২। **কার্যপরিধিঃ**

(ক) মোয়াল্লেম নির্ধারণ সাপেক্ষে টিকেট বিক্রয় কার্যক্রম আরম্ভের বিষয়টি তদারকিকরণ ;

(খ) হজ্জনীতি অনুসারে ০৩ জন মোয়াল্লেম ভিত্তিক ফ্লাইট পরিচালনাসহ ক্যাপাসিটি লস পরিহার করার বিষয়টি তদারকিকরণ;

(গ) টিকেট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনয়নের বিষয়টি তদারকিকরণ

(ঘ) জমজম পানি পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদনের বিষয়টি তদারকিকরণ;

(ঙ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার জেসমিন খান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-২(মাঠ প্রশাসন)

আদেশাবলী

তারিখ: ০১ আগস্ট ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৬.৫৮.০৬৬-১৪-৫৫১—নির্দেশিত হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৫-০৫-২০১৬ তারিখের ০৫.১৫৬.০১৫. ০৩.০০.১০০.১৯৯২-৫০ নং স্মারকপত্রে এবং অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুবিভাগ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-২ এর ৩০-০৬-২০১৬ তারিখের ০৭.১৫২. ০০০.৩১.০০.০০০.৯৭-২৭৩ নং স্মারকে প্রদত্ত সম্মতির প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি সংস্কার বোর্ডের অধীন বরিশাল বিভাগের উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার অফিসের জন্য অস্থায়ীভাবে সৃজিত নিম্নবর্ণিত ০৩(তিন)টি পদ ০১-০৬-২০১৬ তারিখ হতে স্থায়ীকরণে সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি:

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী
১	উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার	০১(এক)টি	৫০০০০—৭১২০০
২	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১(এক)টি	১০২০০—২৪৬৮০
৩	অফিস সহায়ক	০১(এক)টি	৮২৫০—২০০১০
	মোট=	০৩(তিন)টি	

২। ইহাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর সদয় সম্মতি রয়েছে।

৩। সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ জি, ও জারি করা হলো।

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৬.৫৮.০৬৬.১৪-৫৫২—নির্দেশিত হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৬-০৫-২০১৬ তারিখের ০৫.১৫৬.০১৫. ০৩.০০.০২৭.১৯৯৮(অংশ-১)-৫৯ নং স্মারকে এবং অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুবিভাগ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-২ এর ৩০-০৬-২০১৬ তারিখের ০৭.১৫২.০১৫. ৩১.০০.০০০.৯৮-২৭৪ নং স্মারকে প্রদত্ত সম্মতির প্রেক্ষিতে ভূমি সংস্কার বোর্ডের জন্য অস্থায়ীভাবে সৃজিত নিম্নবর্ণিত ৫৭(সাতান্ন)টি পদ ০১-০৬-২০১৬ তারিখ হতে স্থায়ীকরণে সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী
১	চেয়ারম্যান	০১(এক)টি	৭৮,০০০/-
২	সদস্য	০২(দুই)টি	৬৬০০০—৭৬৪৯০/-
৩	উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার	০৩(তিন)টি	৫০০০০—৭১২০০/-
৪	সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার	০৬(ছয়)টি	২২০০০—৫৩০৬০/-
৫	চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব	০১(এক)টি	২২০০০—৫৩০৬০/-
৬	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১(এক)টি	২২০০০—৫৩০৬০/-
৭	সাঁট-লিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৬(ছয়)টি	১১০০০—২৬৫৯০/-
৮	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৫(পাঁচ)টি	১০২০০—২৪৬৮০/-
৯	উচ্চমান সহকারী	০৬(ছয়)টি	১১০০০—২৬৫৯০/-
১০	হিসাব রক্ষক	০১(এক)টি	১১০০০—২৬৫৯০/-
১১	রেকর্ড কিপার	০৬(ছয়)টি	৯৩০০—২২৪৯০/-
১২	ড্রাইভার	০৬(ছয়)টি	৯৩০০—২২৪৯০/-
১৩	ক্যাশ সরকার	০১(এক)টি	৮৮০০—২১৩১০/-
১৪	ডেসপাস রাইডার	০১(এক)টি	৮৮০০—২১৩১০/-
১৫	অফিস সহায়ক	০৭(সাত)টি	৮২৫০—২০০১০/-
১৬	পত্র বাহক	০১(এক)টি	৮২৫০—২০০১০/-
১৭	নিরাপত্তা প্রহরী	০২(দুই)টি	৮২৫০—২০০১০/-
১৮	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০১(এক)টি	৮২৫০—২০০১০/-
	মোট=	৫৭(সাতান্ন)টি	

২। ইহাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর সদয় সম্মতি রয়েছে।

৩। সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জি,ও জারি করা হলো।

মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২৪ শ্রাবণ ১৪২৩/০৮ আগস্ট ২০১৬

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০৪০.১১-২২৭—যেহেতু জনাব মঞ্জুর আহমদ ভূঁইয়া (পরিচিতি নম্বর-০০৫৩৫২), নির্বাহী প্রকৌশলী (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত). সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা তৎকালীন সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে হাজির হয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে স্বহস্তে লিখিত আবেদনে স্বাক্ষর করে শপথপূর্বক দুর্নীতি করার স্বীকারোক্তি প্রদান করেন;

যেহেতু তৎকালীন সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশন এর মামলা নম্বর সজক/আইন/২০০৮/দুদক/১৮৭ ও মামলা নম্বর সজক/আইন/২০০৮/দুদক/১৯০ এর দলিল দস্তাবেজ হতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, তিনি দেবগ্রাম-প্রগতি সরণী নির্মাণ, ঢাকা বাইপাস সড়ক নির্মাণ ও বিমান বন্দর সড়কের উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধণের কাজে দুর্নীতি করে অবৈধভাবে অর্থ আয় করেন;

যেহেতু তিনি অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের দায় লিখিতভাবে শপথপূর্বক স্বীকার করে গত ২৫-১১-২০০৮ তারিখের T-2 সংখ্যক চালানের মাধ্যমে ৯৫,০০,০০০(পঁচানব্বই লক্ষ) টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করেন;

যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখের ০৩.০৭২.০১৭.০৪.০০.০০১.২০০৯-২৩ সংখ্যক পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে গমনকারী কর্মকর্তাদের নথি-পত্র ও দলিলাদি আইন ও বিচার বিভাগ হতে সংগ্রহ করা হয়। তন্মধ্যে জনাব মঞ্জুর আহমদ ভুঁইয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী এর নথিও অন্যান্য নথির সহিত গত ০৮-০৫-২০১১ তারিখ পাওয়া যায়। অতঃপর তাঁদের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে গত ২১-০৯-২০১১ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগ তদীয় মতামতে জানায় যে, স্বপ্রণোদিত হয়ে সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে যেয়ে যাঁরা দুর্নীতির কথা স্বীকার করে দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছেন ও বর্তমানে কর্মরত আছেন তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে তদন্তে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করাই সমীচীন হবে। একইভাবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) গত ১২-০৪-২০০৯ তারিখের সম(বিধি-৪)-শৃং:আ: ৯/২০০৯-১৪১ সংখ্যক স্মারকমূলে জানায় যে সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশন কর্তৃক মার্জনা পাওয়া কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করতে বা ইতোপূর্বে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা অব্যাহত এবং নিষ্পত্তি করায় বিধিগত কোন বাঁধা নেই;

যেহেতু জনাব মঞ্জুর আহমদ ভূঁইয়া-এর সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে হাজির হয়ে শপথপূর্বক করার স্বীকারোক্তি প্রদান এবং চালানের মাধ্যমে ৯৫.০০.০০০ (পঁচানব্বই লক্ষ) টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদানের কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ) এর সংজ্ঞা ও বিধি ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির পর্যায়ভুক্ত অপরাধ;

যেহেতু উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য তাঁকে একই বিধিমালার ৩(বিধি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৬-২০১২ রুজু করা হয;

যেহেতু উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি দেয়া হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি-না অথবা বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি-না তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু বিভাগীয় মামলা চলমান অবস্থায় তিনি বিভাগীয় মামলার বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট রিট পিটিশন নম্বর ৮১৫/২০১২ দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট তদপ্রেক্ষিতে চলমান বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম প্রথমে ৩(তিন) মাসের জন্য Stay ঘোষণা করেন। এর প্রেক্ষাপটে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। পরবর্তিতে স্থগিতাদেশের মেয়াদ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হয়। সরকার রিট পিটিশন নম্বর-৮১৫/২০১২ তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পূর্ণ শুনানীর পর একই বিষয়ে দায়েরী অন্যান্য রিট

পিটিশনের সহিত মহামান্য হাইকোর্ট রিট পিটিশন নম্বর ৮১৫/২০১২ তে প্রদত্ত রুল খারিজ করে দেন এবং প্রদত্ত Stay Vacate করে দেন অর্থাৎ সরকার মামলায় জয়ী হয়। এ অবস্থায় তিনি মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে Civil Miscellaneous Petition নম্বর-৫০/২০১৪ দায়ের করেন। এ প্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট ৮ (আট) সপ্তাহের Stay প্রদান করেন। পরবর্তিতে তাঁর পিটিশন প্রত্যাহারের আবেদনের প্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট গত ১৭-১১-২০১৪ তারিখ পিটিশন প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করে নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করেন;

"The Civil Miscellaneous Petition is dismissed as being withdrawn at the risk of the petitioner"

যেহেতু ফলশ্রুতিতে তাঁর বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নম্বর-০৬/২০১২ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়। তদপ্রেক্ষিতে তিনি অভিযোগ নামার বিপরীতে গত ২৬-১১-২০১৪ তারিখ লিখিত জবাব দাখিল করেন। তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী গত ০১-০১-২০১৫ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীকালে প্রদত্ত জবানবন্দি পর্যালোচনা করে গুরুদণ্ড প্রদানের অনুকূলে পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় গত ১৩-০১-২০১৫ তারিখ তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তা গত ১৭-০২-২০১৫ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়;

যেহেতু তদন্তে প্রাপ্ত ফলাফলে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে কেন উক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না, সে মর্মে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(৬) মোতাবেক ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য গত ১৬-০৩-২০১৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি গত ৩০-০৩-২০১৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন;

যেহেতু দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁকে ৩০-১২-২০১৪ তারিখ থেকে বাধ্যতামূলক অবসরদান (compulsory retirement) এর গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তিনি গত ৩০-১২-২০১৪ তারিখ অবসরে যাওয়ায় এ দণ্ড প্রতীকী হিসেবে আরোপের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 অনুযায়ী ৬ নম্বর রেগুলেশন এর বিধান মোতাবেক গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে গত ০৫-০৭-২০১৫ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০৪০.১১-১৯২ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গত ০৩-০৫-২০১৬ তারিখের ৮০.১০১.০৩৪.০০.০০.৭৭.২০১৫-১৫০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত অবহিত করা হয়;

> "সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী (অবসরপ্রাপ্ত) জনাব মঞ্জুর আহমদ ভূঁইয়া যেহেতু চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি এবং ৩১ ডি.এল.আর (এডি) মামলার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অবসরপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চলমান থাকতে পারে না";

যেহেতু বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তাঁকে ৩০-১২-২০১৪ তারিখ থেকে বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory Retirement) গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদানের জন্য আইন ও বিচার বভাগকে অনুরোধ করা হলে আইন ও বিচার বিভাগ নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করে;

> "কর্ম কমিশনের প্রদত্ত মতামতের নিরিখে এবং আইনগত মতামতের প্রেক্ষিতে জনাব মঞ্জুর আহমদ ভূঁইয়া (পরিচিতি নম্বর-০০৫৩৫২), নির্বাহী প্রকৌশলী (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর-এর বিরুদ্ধে বিগত ৩০-১২-২০১৪ তারিখ থেকে 'বাধ্যতামূলক অবসরদানের' ভূতাপেক্ষ আদেশ বর্তমানে আরোপ করার বিধিগত সুযোগ নেই";

সেহেতু এক্ষণে, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং আইন ও বিচার বিভাগ প্রদত্ত মতামত অনুসরণে জনাব মঞ্জুর আহমদ ভূঁইয়া (পরিচিতি নম্বর-০০৫৩৫২), প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা সরকারি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করায় বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৬/২০১২ নথিভুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ শ্রাবণ ১৪২৩বঙ্গাব্দ/২৬ জুলাই ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৪.০৩.০০৩.১৫-২৫৫—অর্থ, বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর ২০-০৪-২০১৬ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬১.০০.০০১.১৫-৯৭ সংখ্যক স্মারকে জারিকৃত আদেশের ধারাবাহিকতায় এম.পি.ও.ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক কর্মচারীদের অনুদান-সহায়তা বৃদ্ধির বিষয়ে কিছু শর্তে সরকার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

১.১ জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী এম.পি.ও.ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের অনুদান-সহায়তা যেভাবে নির্ধারিত হয়েছিল, অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর আলোকে একইভাবে এম.পি.ও.ভুক্ত শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের অনুদান-সহায়তা বৃদ্ধি করা;

১.২ এম.পি.ও.ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীগণ প্রদেয় অনুদান-সহায়তা ০১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ হতে প্রাপ্য হবেন;

১.৩ ০১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ হতে মহার্ঘ ভাতা বিলুপ্ত হবে এবং গৃহীত হবে এবং গৃহীত মহার্ঘ ভাতা বকেয়া বেতন বাবদ প্রদেয় অনুদান-সহায়তার সাথে সমন্বয় করতে হবে।

১.৪ ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখে এম.পি.ও.ভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীগণ যে হারে ভাতাদি (বাড়ি ভাড়া ভাতা ও চিকিৎসা ভাতা) আহরণ করেছেন ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত একই হারে ভাতাদি আহরণ করবেন;

১.৫ ০১ জুলাই, ২০১৬ তারিখ হতে প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া ভাতা ১০০০(এক হাজার) টাকা হারে এবং চিকিৎসা ভাতা ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে প্রাপ্য হবেন।

শর্তসমূহ:

(ক) এম.পি.ও.ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের যোগ্যতা-ভিত্তিক মূল্যায়নের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ এবং এ লক্ষ্যে দ্রুততার সাথে এম.পি.ও. নির্দেশিকা হালনাগাদ করতে হবে;

(খ) উপর্যুক্ত মূল্যায়নে সামগ্রিক শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন যথা: শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২। এমতাবস্থায়, অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেল-এর আলোকে এম.পি.ও.ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া ভাতা ১০০০(এক হাজার) টাকা হারে এবং চিকিৎসা ভাতা ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে ০১ জুলাই, ২০১৬ তারিখ হইতে কার্যকর হবে।

ডা. মো. ফারুক হোসেন
যুগ্ম-সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৫ শ্রাবণ ১৪২৩/২০ জুলাই ২০১৬

নং সবিম/শাঃ ৩/৩-২/৯১/৩০৭—নজরুল ইন্সটিটিউটের সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসনিক বিষয়াদি সম্পন্ন করার নিমিত্ত নজরুল ইন্সটিটিউট অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে পূর্বের ধারাবাহিকতায় তিন বছরের জন্য বোর্ড অব ট্রাস্টিজ পুনর্গঠন করা হলো :

চেয়ারম্যান

১. অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম
প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব লিবারাল আর্টস।

সদস্যবৃন্দ

২. যুগ্মসচিব/অতিরিক্ত সচিব (সংশ্লিষ্ট)সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩. বেগম আক্তার কামাল, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪. জনাব আবদুল কাইয়ুম, নজরুল গবেষক

৫. বেগম খিলখিল কাজী, সদস্য, কবি পরিবার

৬. জনাব খায়রুল আনাম শাকিল, বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী।

সদস্য-সচিব

৭. নির্বাহী পরিচালক, নজরুল ইন্সটিটিউট

২। এ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর মেয়াদ ৩০-১২-২০১৫ তারিখ হতে আগামী ৩ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে। বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের কার্যাবলী নজরুল ইন্সটিটিউট অধ্যাদেশ ১৯৮৪ মোতাবেক পরিচালিত হবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হাসনা জাহান খানম
উপসচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
স্বশাসিত সংস্থা বিসিক শাখা

আদেশ

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৪ আগস্ট ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৬.০০.০০০০.০৬৫.১৫.০৪০.১০(অংশ-২)-২৩৪—আমি আদিষ্ট হয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক বাস্তবায়িত "ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দুঃস্থ অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত নিম্নবর্ণিত ৬ (ছয়) ক্যাটাগরির ৫৭(সাতান্ন) টি অস্থায়ী পদ ০১-০৬-২০১৪ হতে ৩১-০৫-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ভুতাপেক্ষ এবং ০১-০৬-২০১৫ হতে ৩১-০৫-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত নিয়মিত সংরক্ষণের সরকারি আদেশ নিম্নোক্ত শর্তে জারি করছি:

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতনস্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী)
১	২	৩	৪
১	স্টোর কিপার	০১(এক)টি	৫২০০—১১২৩৫ (গ্রেড-১৪)
২	ফিল্ড সুপারভাইজার	০৫(পাঁচ)টি	৫২০০—১১২৩৫ (গ্রেড-১৪)
৩	করণিক তথা মুদ্রাক্ষরিক (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)	০১(এক)টি	৪৭০০—৯৭৪৫ (গ্রেড-১৬)
৪	প্রশিক্ষক	২৩(তেইশ)টি	৪৭০০—৯৭৪৫ (গ্রেড-১৬)
৫	হেলপার	২০(বিশ)টি	৪১০০—৭৭৪০ (গ্রেড-২০)
৬	এমএলএসএস (অফিস সহায়ক)	০৭(সাত)টি	৪১০০—৭৭৪০ (গ্রেড-২০)
মোট ৬ (ছয়) ক্যাটাগরির=		৫৭(সাতান্ন)টি	

শর্তসমূহ:

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশ অনুসরণ করতে হবে:

(খ) চতুর্থ শ্রেণির পদে যে সকল কর্মচারী কর্মরত আছেন সে সকল পদ পরবর্তীতে তাদের অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ, অপসারণ, মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে পদগুলো শূন্য হলে তা আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণ করতে হবে; এবং

(গ) এতদবিষয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে।

২। পদ সংরক্ষণের এ সরকারি আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

মোঃ রেজাউল করিম
সহকারী সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শাখা-১০

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৪০.০০.০০০০.০২০.৩৮.১২৯.২০১২-৩৯৮—শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকার সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ) ডাঃ মাহফুজুন নাহার গত ১২-১০-২০১৫ তারিখ থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনপুস্থিত রয়েছেন। তাঁর ১১-১০-২০১৫ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে গত ১৩-১২-২০১৫ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং শা-১০/বদলি-০২/০৯/৫৯০ এর মাধ্যমে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা হতে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জে বদলী করা হয়। তিনি অদ্যাবধি তাঁর বদলিকৃত কর্মস্থল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জেও যোগদান করেননি এবং কর্মস্থলে তাঁর এই অননুমোদিত অনুপস্থিতির বিষয়ে যথাযথকর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। ডাঃ মাহফুজুন নাহার এর কর্মস্থলে অননুমোদিত এ অনুপস্থিতি "সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭১ এর ৩(বি)" ধারামতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং ১/২০১৬ রুজু করা হয়।

২। ডাঃ মাহফুজুন নাহার, সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা-কে বর্ণিত অপরাধের দায়ে উক্ত বিধিমালার ৪(এ) ধারামতে কেন চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করা হবে না তার কারণ দর্শনোর জন্য নোটিশ জারির ০৫ দিনের মধ্যে জবাব প্রদানের নির্দেশসহ গত ০৯-০৫-২০১৬ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী রেজিস্ট্রার ডাকযোগে তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। "প্রাপক খুজিয়া না পাওয়ায় ফেরত" মর্মে লিখিত মন্তব্যসহ ডাক বিভাগ গত ০৬-০৬-২০১৬ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী ফেরত প্রেরণ করে। অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উহা যথাক্রমে ২৪-০৬-২০১৬ তারিখে "দি ডেইলী স্টার" এবং ২৮-০৬-২০১৬ তারিখে "দৈনিক ইত্তেফাক" পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। কিন্তু অদ্যবধি তার কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

৩। বর্ণিতাবস্থায়, ডাঃ মাহফুজুন নাহার, সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকাকে "সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি)" ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে এ অধ্যাদেশের ৪(এ) ধারায় চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) দণ্ডাদেশ প্রদান করা হলো।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিকাইল শিপার
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩১ জুলাই ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮৯.২০১৬-৫৫৮—যেহেতু, ডাঃ মোঃ ওয়ারেছ আলী (১২৯৭৭৮), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও, যাত্রাবাড়ী থানার মামলা নং-১৬(৭) ২০১৫, এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মোকদ্দমা নং-৪৬৬/২০১৫ মোতাবেক গ্রেফতার হয়ে বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে ০৯-০২-২০১৬ তারিখ হতে ১৪-০২-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত হাজত বাস করেন;

যেহেতু, বি. এস. আর. পার্ট-১ এর ৭৩নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী ফৌজদারী অভিযোগ অথবা দেনার দায়ে আটক সরকারি কর্মচারী গ্রেফতার হওয়ার তারিখ হতে সাময়িক বরখাস্ত বলে বিবেচিত হবেন;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ ওয়ারেছ আলী (১২৯৭৭৮), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁওকে বি.এস.আর.পার্ট-১ এর ৭৩নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী ০৯-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ থেকে সরকারি চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ: ৪ আগস্ট ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৬৮.২০১৫-৫৭২—যেহেতু, ডাঃ অনিমেশ মজুমদার (৩২১৬৫), সহযোগী অধ্যাপক, চর্ম ও যৌন বিভাগ, রংপুর মেডিকেল কলেজ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে ১৯-০১-২০১৬ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৬৮.২০১৫-৩৮ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২১-০৬-২০১৬ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ডাঃ অনিমেশ মজুমদার (৩২১৬৫) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য "ইকুইপমেন্ট এন্ড আদারস ইনস্টুমেন্ট" ক্রয়ের লক্ষে গঠিত বাজার দর যাচাই কমিটির একজন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে গত ০৯-০৮-২০১২ তারিখ এবং ১১-০৮-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজার দর যাচাই কমিটি সভায় অংশ গ্রহণ করেন। বাজার দর যাচাই কমিটিকে দরপত্রে উল্লিখিত ইকুয়েপমেন্ট গুলোর বর্তমান বাজার দর যাচাই করার জন্য পর্যাপ্ত সময় বরাদ্দ করা হয়নি এবং লিখিত অনুরোধ সত্ত্বেও রংপুর জেলার বাহিরে ঢাকায় গিয়ে বাজার দর যাচাই করার পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়নি। এছাড়াও গঠিত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক কমিটিতে আরো ০৩ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে প্রাক্তন অধ্যক্ষ রাজি হননি। সার্বিকভাবে ডেন্টাল চেয়ার ক্রয়ের নিমিত্ত বাজার দর যাচাই কমিটির সদস্য হিসেবে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে কর্তব্য অবহেলা করার কারণে উচ্চমূল্যে ডেন্টাল চেয়ার ক্রয়ে সরকারের আর্থিক অনিয়মে সহায়তা করার তাঁর কোন সুযোগ ছিল না মর্মে প্রতীয়মান হল;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ অনিমেশ মজুমদার (৩২১৬৫), সহযোগী অধ্যাপক, চর্ম ও যৌন বিভাগ, রংপুর মেডিকেল কলেজ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক তাঁকে সতর্ক করা হল এবং ভবিষ্যতে আর্থিক নিয়মকানুন ও বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

তারিখ: ০৭ আগস্ট ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৬৯.২০১৫-৫৭৩—যেহেতু, ডাঃ বিধু ভূষণ দাস (৩২৬৪৪), অধ্যাপক (চঃদাঃ), মেডিসিন বিভাগ, রংপুর মেডিকেল কলেজ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে ১৯-০১-২০১৬ তারিখের ৪৫. ১৫০.০২৭.০১.০০.১৬৮.২০১৫-৩৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২১-০৬-২০১৬ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ডাঃ বিধু ভূষণ দাস (৩২৬৪৪), অধ্যাপক (চঃদাঃ) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য "ইকুইপমেন্ট এন্ড আদারস ইনস্টুমেন্ট" ক্রয়ের লক্ষে গঠিত বাজার দর যাচাই কমিটির একজন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে গত ০৯-০৮-২০১২ তারিখ এবং ১১-০৮-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজার দর যাচাই কমিটি সভায় অংশ গ্রহণ করেন। বাজার দর যাচাই কমিটিকে দরপত্রে উল্লিখিত ইকুয়েপমেন্ট গুলোর বর্তমান বাজার দর যাচাই করার জন্য পর্যাপ্ত সময় বরাদ্দ করা হয়নি এবং লিখিত অনুরোধ সত্ত্বেও রংপুর জেলার বাহিরে ঢাকায় গিয়ে বাজার দর যাচাই করার পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়নি। এছাড়াও গঠিত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক কমিটিতে আরো ০৩ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে প্রাক্তন অধ্যক্ষ রাজি হননি। সার্বিকভাবে ডেন্টাল চেয়ার ক্রয়ের নিমিত্ত বাজার দর যাচাই কমিটির সভাপতি হিসেবে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে কর্তব্য কাজে অবহেলা করার কারণে উচ্চমূল্যে ডেন্টাল চেয়ার ক্রয়ে সরকারের আর্থিক অনিয়মে সহায়তা করার তাঁর কোন সুযোগ ছিল না মর্মে প্রতীয়মান হল;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ বিধু ভূষণ দাস (৩২৬৪৪), অধ্যাপক (চঃদাঃ), মেডিসিন বিভাগ, রংপুর মেডিকেল কলেজ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক তাঁকে সতর্ক করা হল এবং ভবিষ্যতে আর্থিক নিয়মকানুন ও বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখঃ ১৯ জুলাই ২০১৬খ্রিঃ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৬৫.২০১৫-৫৩৯—যেহেতু, ডাঃ মিনা মন্ডল (১২৯৩২৫), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ফকিরহাট, বাগেরহাট এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে ১২-০১-২০১৬ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭. ০১.০০.১৬৫.২০১৫-২৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২১-০৬-২০১৬ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মিনা মন্ডল (১২৯৩২৫), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ফকিরহাট, বাগেরহাট এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে সরকারি নিয়মকানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

তারিখ: ০২ আগস্ট ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৫১.২০১৫-৫৬১—যেহেতু, ডাঃ সুলতানা ছায়েদা আখতার (১১১২৪৭), প্রাক্তন জুনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনী (চঃ দাঃ) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নকলা, শেরপুর গত ২২-১১-২০১৩ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ১৮-১১-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৫১.২০১৫-৭৭২ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৬-০৭-২০১৬ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় তিনি জানান যে, ওমান সরকারের সাথে চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়ার কারণে তিনি দেশে আসতে পারেননি, যা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত। তাঁর অনুপস্থিতির জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থী।

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ সুলতানা ছায়েদা আখতার (১১১২৪৭), প্রাক্তন জুনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনী (চঃ দাঃ), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নকলা, শেরপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) বিধি মোতাবেক আগামী ০১(এক) বছরের জন্য তাঁকে বর্তমানে প্রাপ্য তাঁর বেতন স্কেলের সর্বনিম্নধাপে অবনমিত করার শাস্তি আরোপ করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না। তাঁর ২২-১১-২০১৩খ্রিঃ তারিখ হতে কর্মস্থলে যোগদানের পূর্বদিন পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৪.২০১৬-৫৬২—যেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ ফোরকান (১১২৮৯০), সহকারী সার্জন, কুতুবছড়ি ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সদর, রাঙ্গামাটি, সংযুক্তঃ রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ, রাঙ্গামাটি গত ১৯-০৯-২০১৩ তারিখ হতে ২৭-০২-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ৩০-০৫-২০১৬ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৪.২০১৬-৩৯৮ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৬-০৭-২০১৬ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় তিনি জানান যে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ১৮-০৯-২০১৩ তারিখের স্মারকে তাকে ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিস্ট হিসেবে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পদায়নের নিমিত্ত তার চাকুরী পরিচালক (স্বাস্থ্য), চট্টগ্রাম এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু পরিচালক (স্বাস্থ্য), চট্টগ্রাম কর্তৃক দীর্ঘদিন তাকে পদায়ন করা হয়নি। ২০১৫ সালে তিনি পুনরায় পদায়ন করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে আবেদন করেন। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে তাকে সহকারী সার্জন হিসেবে কুতুবছড়ি ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সদর, রাঙ্গামাটিতে পদায়ন করে রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ, রাঙ্গামাটিতে সংযুক্তি প্রদান করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ ফোরকান (১১২৮৯০), সহকারী সার্জন, কুতুবছড়ি ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সদর, রাঙ্গামাটি, সংযুক্তঃ রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ, রাঙ্গামাটি এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি(ইনক্রিমেন্ট) আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০১(এক) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না। তাঁর ১৯-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৭-০২-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

তারিখ: ০৩ আগস্ট ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৬৭.২০১৫-৫৬৪—যেহেতু, ডাঃ মোঃ সারোয়াত হোসেন (১০৮৬৪৬), সহকারী অধ্যাপক (চঃদাঃ), কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ, রংপুর মেডিকেল কলেজ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে ১৯-০১-২০১৬ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৬৭.২০১৫-৩৬ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ০৬-০৪-২০১৬ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ডাঃ মোঃ সারোয়াত হোসেন (১০৮৬৪৬), রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য "ইকুইপমেন্ট এন্ড আদারস ইনস্টুমেন্ট" ক্রয়ের লক্ষে গঠিত বাজার দর যাচাই কমিটির একজন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে গত ০৯-০৮-২০১২ তারিখ এবং ১১-০৮-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজার দর যাচাই কমিটি সভায় অংশ গ্রহণ করেন। বাজার দর যাচাই কমিটিকে দরপত্রে উল্লিখিত ইকুয়েপমেন্ট গুলোর বর্তমান বাজার দর যাচাই করার জন্য পর্যাপ্ত সময় বরাদ্দ করা হয়নি এবং লিখিত অনুরোধ সত্ত্বেও রংপুর জেলার বাহিরে ঢাকায় গিয়ে বাজার দর যাচাই করার পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়নি। এছাড়াও গঠিত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক কমিটিতে আরো ০৩ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি হননি। সার্বিকভাবে ডেন্টাল চেয়ার ক্রয়ের নিমিত্ত বাজার দর যাচাই কমিটির সদস্য হিসেবে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে কর্তব্য কাজে অবহেলা করার কারণে উচ্চমূল্যে ডেন্টাল চেয়ার ক্রয়ে সরকারের আর্থিক অনিয়মে সহায়তা করার তাঁর কোন সুযোগ ছিল না মর্মে প্রতীয়মান হল;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ সারোয়াত হোসেন (১০৮৬৪৬), সহকারী অধ্যাপক (চঃদাঃ), কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ, রংপুর মেডিকেল কলেজ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক তাঁকে সতর্ক করা হল এবং ভবিষ্যতে আর্থিক নিয়মকানুন ও বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

বিমান কুমার সাহা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ জুলাই ২০১৬

নং স্বাপকম/জনস্বাস্থ্য-১/ঔষধ-৪১/২০০৮-৬৪৩—মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে কসমেটিকস রেজিস্ট্রেশন গাইডলাইন, কসমেটিকস পরীক্ষার জন্য নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়নের জন্য নিম্নোক্ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে "কসমেটিকস এর রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জাতীয় পর্যায়ের কমিটি" গঠন করা হলো:

সভাপতি

(১) মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

সদস্যবৃন্দ

(২) চেয়ারম্যান, ফার্মেসী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(৩) চেয়ারম্যান, প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(৪) অধ্যাপক আবুল কাশেম, রসায়ন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
(৫) পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
(৬) উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-১), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
(৭) সভাপতি, বাংলাদেশ ডার্মাটোলজিক্যাল সোসাইটি
(৮) সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল
(৯) বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, বি এস টি আই
(১০) বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, বি সি এস আই আর
(১১) বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, লিভার ব্রাদার্স লি:
(১২) বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, স্কয়ার টয়লেট্রিজ লি:
(১৩) বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, কোহিনূর কেমিক্যাল কো: (বাংলাদেশ) লি:
(১৪) বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি,কনস্যুমার্স এসোসিয়েশন বাংলাদেশ
(১৫) বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কসমেটিক্স এন্ড টয়লেট্রিজ এসোসিয়েশন

সদস্য-সচিব

(১৬) মোঃ সালাহউদ্দিন, সহকারী পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) কসমেটিকস রেজিস্ট্রেশন গাইডলাইন প্রণয়ন করা।

(খ) কসমেটিকস পরীক্ষার নীতিমালা প্রণয়ন করা।

(গ) কসমেটিকস নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়ন করা।

২। প্রয়োজনে কমিটিতে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

গৌতম কুমার
উপসচিব।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ শ্রাবণ ১৪২৩ বঃ/২৮ জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৪৫.০০.০০০০.১৭৯.০৬.০০৫.১৬/১৭৮—পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ০৯-০২-২০১৬ তারিখ ২০.৮০৪.০২২.০০.০০.০০৬.২০১০/০৪,স্মারক মূলে জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প ও সেক্টর কর্মসূচির প্রকল্প পরিচালক/লাইন ডাইরেক্টর নিয়োগের জন্য নিম্নরূপে প্রকল্প পরিচালক/লাইন ডাইরেক্টর নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হলঃ

সভাপতি

১। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২। পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের প্রতিনিধ।

৩। আইএমই বিভাগের শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টরের প্রতিনিধি।

৪। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি

৫। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি

৬। ইআরডি'র প্রতিনিধি*

৭। বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রধান

সদস্য-সচিব

৮। যুগ্ম-প্রধান, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

*বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে।

২। **কমিটির কর্মপরিধিঃ**

(ক) কমিটি পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক গত ০৯-০২-২০১৬ তারিখে ২০.৮০৪.০২২.০০.০০. ০০৬.২০১০/০৪, স্মারক মূলে জারীকৃত পরিপত্রের নিয়মাবলী অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক এবং সেক্টর কর্মসূচির অপরেশনাল প্ল্যানের লাইন ডাইরেক্টর নিয়োগের সুপারিশ করবেন।

(খ) কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হল যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ হুজুর আলী
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ শ্রাবণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২১ জুলাই ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩২.০০২.১৬-৮৫৭—ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ পৌরসভার ০১ নং ওয়ার্ড সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর মোছাঃ সুফিয়া বেগম গত ১৭-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ মৃত্যুবরণ করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩(১)(চ) মোতাবেক সরকার উল্লিখিত সংরক্ষিত-০১ আসনের কাউন্সিলর এর পদ শূন্য ঘোষণা করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রউফ মিয়া
উপসচিব।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-০২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ শ্রাবণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৭ জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৪৭.৬১.০০০০.০৩২.০৬.০৮৬.১৬-৩০৩—সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন, সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩ সনের ২৯নং আইন ও ১ নং আইন) এর ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে আল-আকসা ইসলামী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ-কে উহার অন্তর্বর্তী কমিটি গঠন সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর উপধারা (৫) এবং উক্ত ধারার শর্তাংশে বর্ণিত শর্ত প্রয়োগ হইতে নিম্নবর্ণিত শর্তে এককালীন অব্যাহতি প্রদান করিল।

শর্তাবলীঃ

(ক) বিভাগীয় যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, ঢাকা এর সুপারিশক্রমে তাঁহার আদেশ নং-৪৭.৬১.০০০৪.২০১.৩৩.৮৫৫.০৮/৩৪১(২), তাং-২৪-১১-২০১৩ খ্রিঃ মূলে আল-আকসা ইসলামী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি বহাল থাকিবে।

(খ) অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ ৩১-১২-২০১৬ পর্যন্ত বহাল থাকিবে এবং উক্ত কমিটির কার্যকারিতা ০১-০১-২০১৬খ্রিঃ হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে,

(গ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তর করতে হবে, এবং

(ঘ) সমিতির ক্ষতিগ্রস্থ আমানতকারীদের আমানতের অর্থ ফেরৎ প্রদানসহ অন্যান্য সকল অসম্পূর্ণ কার্যাদি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আফজাল হোসেন
যুগ্ম-সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৫ কার্তিক ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২০ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.০০৬.২০১৬.২৫০—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭ নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	শ্যামসুন্দরপুর	২০	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
২	ইকরাইল	৭৯	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর
৩	চরবরিয়া	১১৩	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
৪	উত্তর মোল্লাদী	১৮৬	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
৫	লোহাচুড়া	৬৪	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
৬	বড়দিয়া	১৮৫	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
৭	চর তারাবুনিয়া	৮০	ভেদরগঞ্জ	শরিয়তপুর
৮	নন্দনসার	১০৯	নড়িয়া	শরিয়তপুর
৯	সিরঙ্গল	৬৩	নড়িয়া	শরিয়তপুর
১০	বাহির কুশিয়া	৮৭	নড়িয়া	শরিয়তপুর
১১	চরধীপুর	২৬	গোসাইরহাট	শরিয়তপুর
১২	দড়িচর লক্ষ্মিপুর	১০২	কালকিনি	মাদারীপুর
১৩	বাদে খাগাইল	৪১	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
১৪	শেওড়াবাড়ী	৬৫	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
১৫	আড়পাড়া	৭৯	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
১৬	পিঠাবাড়ী	৮৮	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
১৭	পূর্ব বাজুনিয়া	৮৯	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
১৮	ছোট ডোমরাসুর	১০০	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
১৯	চর পাচুরিয়া	০১	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর
২০	তিতুরকান্দি	৮২	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর
২১	কেশারদিয়া	৫৭	নগরকান্দা	ফরিদপুর
২২	দুলালী	২০৭	নগরকান্দা	ফরিদপুর
২৩	ফুকরা	৪২	নগরকান্দা	ফরিদপুর
২৪	কুমরাইল	১৬৪	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
২৫	বাইখির বনচাকী	১২০	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
২৬	বনমালীপুর	১৬৭	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
২৭	ধোপাডাঙ্গা	২৬	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
২৮	কদমী	১৭৭	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
২৯	উমরনগর	৯০	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
৩০	বাগডাঙ্গা	১৪৭	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
৩১	আচার্য্যপুর	৯৭	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
৩২	দূর্গাপুর	১৩৩	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
৩৩	রাজধরপুর	৮৬	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
৩৪	ডাঙ্গাহাতী মোহন	১৪৪	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
৩৫	সোনাইকুড়ি	৪২	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
৩৬	বিল মানুষমারী	৩৪১	পাংশা	রাজবাড়ী
৩৭	রাইপুর	৩২৯	পাংশা	রাজবাড়ী
৩৮	শিবানন্দপুর	৩৩৭	পাংশা	রাজবাড়ী
৩৯	ভাগবিষ্ণুপুর	৮৫	পাংশা	রাজবাড়ী
৪০	চর লক্ষ্মীপুর	৫৯	পাংশা	রাজবাড়ী
৪১	সালধ	৭৬	নড়িয়া	শরিয়তপুর
৪২	মানাখান	৯৪	নড়িয়া	শরিয়তপুর
৪৩	পন্ডিতসার	৮৬	নড়িয়া	শরিয়তপুর
৪৪	দড়িচরদাদপুর	৯১	শরিয়তপুর সদর	শরিয়তপুর
৪৫	পাটনীগাঁও	৫০	শরিয়তপুর সদর	শরিয়তপুর
৪৬	হাজত খোলা	৯০	শরিয়তপুর সদর	শরিয়তপুর
৪৭	কোয়ারপুর	৩৩	শরিয়তপুর সদর	শরিয়তপুর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপসচিব।